Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.194-201
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে চা শ্রমিকদের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও বর্তমান পরিস্থিতি একটি পর্যালোচনা

অনিমেষ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর, নাদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

Abstract:
West Bengal is one of the major tea producer state in India. The tea garden of North Bengal specially Jalpaiguri, Alipurdwar provides employment to more than one lakh workers. These tea workers are dependent upon the tea management for their food, education, water, education, health and sanitation. But due to closure of several tea garden of North Bengal the tea labourers lose their jobs and they shift from permanent labourer in the tea garden to casual labourer elsewhere. At present situation, the socio-economic condition of tea worker is not good. Most of the tea garden workers suffer from the hunger, poverty, various incurable diseases and expense their earning in drug addiction. On looking at this vulnerable situation, tea gardens have become the hunting grounds of traffickers. In this situation, tea workers require more income, more job securities and all economic development by government. On the other hand, the tea garden authorities have to ensure the proper implementation of the planter's labour act in favour of these workers. In this paper, an attempt is made to examine the socio-economic condition of the tea workers in Dooars.

Keywords: North Bengal, Tea garden, hunger, economic development, labour act.

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন মূল হলো ডুয়ার্স। প্রকৃতির অমোঘ আকর্ষণে ভ্রমণপিপাসু মানুষ ছুটে বেড়ায় ডুয়ার্সের এক প্রান্তে থেকে অপর প্রান্তে। পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গের হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আসামের বঙ্গাইগাঁও জেলা পর্যন্ত ভৌগোলিক এলাকা ডুয়ার্স নামে পরিচিত। ডুয়ার্স কথার অর্থ ভুটানের দরজা। অতীতের কামতাপুর তথা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলা সীমান্তে ৪৭৫০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে উঠেছে অপরূপা ডুয়ার্স। সবুজ ছাওয়া রোমাঞ্চে ভরা পথ, জনপদ সত্যিই আকর্ষণীয়। পাহাড় জঙ্গল চা বাগান ভরা উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্স পশ্চিমবঙ্গের গর্ব। ডুয়ার্সের সীমানায় একদিকে আছে তিস্তা এবং অপরদিকে রয়ে চলেছে সঙ্কোশ নদী। প্রকৃতির কোলে অবস্থিত ডুয়ার্সে মুণ্ডা, রাভা, মেস, টোটো প্রভৃতি জনজাতির বাস। ভুটান তথা উত্তরপূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার ডুয়ার্সের সৌন্দর্য ও জনজীবন সত্যই বৈচিত্রময়। উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্সের অর্থনীতি চা বাগিচা গুলিকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আমলে ডুয়ার্স অঞ্চলে আজ হতে প্রায় ১২০ থেকে ১৫০ বছর আগে চা চাষ শুরু

হয়েছিল। ডুয়ার্সের চা বাগানের ইতিহাসে বলেছে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির রাজ্যে বিদেশীদের হাত ধরেই চা চাষ এর কাজটি শুরু হয়েছিল।

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে চা বাগানে কর্মরত বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজন যারা এক সময় ইংরেজদের হাত ধরে ছোটনাগপুর, বাঁচি, দুমকা বা নেপালের বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রমিকের কাজ করতে ডুয়ার্সে উপস্থিত হয়। ডুয়ার্সে অবস্থিত চা বাগান এ কর্মরত চা শ্রমিকদের জীবন যাত্রা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য সহ সমস্ত আধুনিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। আধুনিকতার সময়ে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত মুন্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল, মেচ, রাভা, টোটো প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনের জীবনযাত্রা একপ্রকার বন্ধ বাগানের মতো অনিশ্চিত। ডুয়ার্সে একের পর এক চা বাগানগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের রোজগারের ঠিকানা দূরদূরান্তের গ্রামের শস্য ক্ষেত। কিন্তু মরশুমি শস্য রোপন যখন শেষ হয়ে যাবে তখন রোজগারের কি হবে। তাছাড়া একশো দিনের কাজও বন্ধ। চা বাগানের শ্রমিকরা বাগানে কোন কাজ না থাকায় কাজের খুঁজে বাইরে চলে যাচ্ছেন। কেউ বা জীবনধারণের জন্যে ভুটানের ডলোমাইট খনিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উপার্জন করতে বাধ্য হচ্ছেন। চা শ্রমিকদের এই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণির দালাল চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে ডুয়ার্সে। এই চক্র কমন ও মানব পাচার আবার কমন অব বন্যপ্রাণী হত্যায় চা শ্রমিকদের ব্যবহার করেছে। সর্বোপরি বাগান মালিকদের অসহযোগিতা, সরকারি সাহায্যের অপ্রতুলতার দরুন আজ চা শ্রমিকদের জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ চা বাগানগুলি অধিগ্রহণ করে খোলার প্রতিশ্রুতি দেয়; কিন্তু সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত আর হয়নি। উত্তেজক মৃদু পানীয় হিসাবে চা অন্যতম বাণিজ্যিক ফসল। প্রধানত ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় বলয়ের মৌসুমী জলবায়ু অধ্যুষিত বৃষ্টি বহুল পাহাড়ের ঢালে বা পাদদেশের ভূমিতে চা বাগিচাগুলি গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ চা উৎপাদক অঞ্চলটি দার্জিলিং, কালিম্পং জেলায় গড়ে উঠলেও ডুয়ার্সের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি জেলায় প্রান্তে দেড় শতাধিক চা বাগিচা রয়েছে প্রধানতঃ মলে, মেটেলি, চলেসা, নাগরাকাটা, মাদারীহাট, কলেচিনি, বীরপাড়া লংকাপাড়া, কুমারগ্রাম, প্রবৃদ্ধি স্থানে ডুয়ার্সের বাগিচাগুলি অবস্থিত। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে তাদের জীবন পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় তারা বিভিন্নভাবে সমাজে শোষিত, অবহেলিত। ব্রিটিশ আমল থেকে ডুয়ার্স বিশেষ করে চা বাগান গুলিতে বিভিন্ন কোম্পানি, ব্যবসায়িকগোষ্ঠী উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু কেউ চা শ্রমিকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে আসেনি। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি জেলায় অধিকাংশ চা বাগান বছর দুয়েক ধরে পুরোপুরি বন্ধ। বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় জীবন ধারণ করাই চা শ্রমিকদের কাছে মরণপণ লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি পুজোর আগে (সেপ্টেম্বর অক্টোবর) বোনাসের কথাবার্তা চলার মুখে বন্ধ হয়ে যায় ডুয়ার্সের কয়েকটি চা বাগান। পুজো, দীপাবলি, বড়দিন চলে গেল, কিন্তু বাগান কবে খুলবে কেউ জানে না।

শীতের শুরুতে ঘন সবুজ বাগিচায় ফুটেছে চা ফুল। ডুয়ার্সে বন্ধ আর রুগ্ন চা বাগানের এই ফুল ভাজা খেয়েই ক্ষুধা মিটাচ্ছে এই চা শ্রমিকদের পরিবার। অথচ এই ফুলই ইঙ্গিত দিচ্ছে তাদের বিপদসঙ্কুল ভবিষ্যতের। উত্তরের চা বাগানে কান পাতিলে শোনা যায়, ফুল ফোটা আদতে চা বাগানের বড় দুঃখ। শীতে পাতা তোলা বন্ধ করে চা বাগানগুলির মাথা কেটে ফেলা হয়। চা গাছের মাথা কেটে ফেললে আর ফুল ফোটেনা। অর্থাৎ যে বাগানে কাজ হচ্ছেনা বা কম হচ্ছে, গাছের যত্ন নেওয়া হচ্ছে না, সেই বাগানে চায়ের ফুল ফোটে। সেই বাগানের তাই ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। পুজোর আগে থেকে ডুয়ার্সের ঢেকলাপাড়া,

ইনডং, রয়েমাটাং, বীরপাড়া প্রভৃতি বাগান বন্ধ রয়েছে। এখানকার চা শ্রমিকেরা কাজের সন্ধানে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে চলে গিয়েছে। কিন্তু সেখানেও নিয়মিত কাজ জুটেনা। বছর ঘুরে, কিন্তু বন্ধ চা বাগানগুলি খুলার ব্যাপারে কেউ কথা রাখে না। প্রতিশ্রুতি আলিপুর জেলায় কোহিনুর চা বাগানের মালিক বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে বাগান মালিকেরা চা শ্রমিকদের পি.এফ সহ একাধিক বকেয়া বঞ্চিত করে শ্রমিকদের দিনের পর দিন ঠকিয়েছে। এমন পরিস্থিতি কোহিনুর চা বাগানে কর্মহীন হয়ে প্রায় ১২০০ শ্রমিক। অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে শ্রমিকদের জীবন। এই অবস্থায় সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন। নির্বাচন এলে রাজনৈতিক দলগুলি হাজারো প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। কিন্তু নির্বাচন পর্ব মিটলেই বন্ধ বাগানের মতো অনিশ্চিত হয়ে পরে শ্রমিকদের জীবন। রোজগারের পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। হাজার হাজার চা শ্রমিক নিরন্ন হয়ে দিন গুজরান করতে বাধ্য হয়।

ডুয়ার্সে চা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠে। বর্তমান চা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক মূল্য দৈনিক ১৫০ টাকা। চাবাগান অধ্যুষিত বাগানগুলিতে পরিবার পিছু একজন স্থায়ী শ্রমিক রয়েছে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গেছে বছরে প্রায় ৩০০ দিনের মতো চা পাতা তোলা ও অন্যান্য কাজ পেয়ে থাকে চা শ্রমিকেরা। সুতরাং একজন চা শ্রমিকের বাৎসরিক আয় ৩০০×১৫০=৪৫০০০ টাকা। ডুয়ার্সে চা শ্রমিকদের এই স্বল্প আয়ে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে সহায়ক নয়। চা শ্রমিকদের বকেয়া পি.এফ এর জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসনিক উদাসীনতা ও বাগান কর্তৃপক্ষের চা শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। তাছাড়া আবহাওয়ার কারণে চাপাতির গুণ মান ও পরিমাণ দুদিকেই ক্ষতি হয়েছে বিগত বছর। কারণ অক্টোবর থেকে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় চা পাতার রস শুকিয়ে যায়, ফলে উৎপাদন কমে যায় এবং তার প্রভাব শ্রমিকদের দৈনন্দিন কাজের উপর পড়ে। চা পর্ষদের প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২২ সালের অক্টোবরের ১ কোটি ২২ লক্ষ কেজি চা উৎপাদন হয়েছে। কিন্তু ২০২৩ সালের অক্টোবরে ৯৮ লক্ষ ৭৬ হাজার কেজি চা তৈরি হয়েছে। মূলত আবহাওয়া, রোগ পোকা, জুন-আগষ্টে অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং হঠাৎ তাপমাত্রা নেমে যাওয়ায় তার প্রভাব সরাসরি উৎপাদনে পড়েছে। সুতরাং নানা প্রতিকূলতার কারণে চা শিল্প ও শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ডুয়ার্সে যা শ্রমিকদের জন্য পি.এফ এর আওতায় ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা সরকারি উদ্যোগে নেওয়া হয়। কিন্তু শ্রমিকদের কষ্টার্জিত অর্থ পি.এফ এ জমা না পড়ায় জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ১০টি বাগান এর বিরুদ্ধে পুলিশে এফ.আই.আর দায়ের করা হয়েছে। পি.এফ দফতরের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, ডুয়ার্সে সোনালী, বামন ডাঙ্গা, গ্রামমোড়, সামসিংহ, চায়ুর্চি, তোতাপাড়া জয়পুর, সাইলি, কালচিনি কোহিনুর, রায়মাটাং, ডিমডিমা, প্রভৃতি বাগানগুলির বিরুদ্ধে প্রায় ৩০ কোটি টাকা জমা না দেওয়ার এজাহার দাখিল করা হয়েছে। উক্ত চা বাগান কর্তৃপক্ষ বছরের পর বছর ধরে শ্রমিকদের মজুরি থেকে পি.এফ এর টাকা কেটে নেওয়ায় পরও সেই টাকা সরকারি কোষাগারে জমা পরেনি। ফলে অবসরের পর চা শ্রমিকেরা পি.এফ এর টাকা না পাওয়ায় তাদের আর্থিক অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। এই অবস্থায় বাগানের ডিরেকটদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে। বস্তুত ডুয়ার্সের বন্ধ চা বাগানের সংখ্যা ও শ্রমিক বিক্ষোভ দিন দিন বেড়েই চলেছে। বন্ধ চা বাগানে মলিন পোশাক, হাড় জিরজিরে চেহারার চা শ্রমিকদের থালায় ডালটুকুও বিলাসিতা। অতীতে বামফ্রন্ট সরকার, সম্প্রীতি কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা রাজ্য সরকার প্রকাশ্যে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বন্ধ চা বাগানগুলির উদ্দেশ্যে, কিন্তু বছর ঘোরে কেউ কথা রাখেনি। বিগত লোকসভা

ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে ঘোষণা করেছিলেন জলপাইগুড়ির সব বন্ধ বাগান খুলে দেবে কেন্দ্র। কিন্তু তারপরেও বন্ধ বাগানগুলির কারখানার সাইরেন আজও বাজে নি। সম্প্রতি (ডিসেম্বর) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়ির প্রশাসনিক সভা থেকে ছয়টা বাগান অধিগ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছেন। ফের আশায় বুক বেধেছেন চা শ্রমিকরা। বাম আমলে এক সময় উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্সের বন্ধ চা বাগানের সংখ্যা তিরিশে পৌঁছে গিয়েছিল। রাজ্য পালাবদলের পর বন্ধ চা বাগানগুলি পুনরায় খুলতে শুরু করে। কিন্তু বছর কয়েক ধরে ফের বাগান বন্ধ হওয়ার প্রবণতা শুরু হয়েছে। অথচ চা শিল্পের সঙ্গে যুক্তদের দাবি, চায়ের দাম দেশের বাজারে সেভাবে কমেনি। বিশ্ব বাজারে ভারতীয় চায়ের চাহিদা অটুট। করোনার ফলে চা বাগান বন্ধের সময় অনেকে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু বিস্ময় ছড়িয়ে উৎপাদনে রেকর্ড করেছিল চা বাগান। সম্প্রাত শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণে ভারতের সামনে বিশ্ব বাজারের বেশ কয়েকটি দরজা খুলে গিয়েছে। তারপরেও কেন উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্সের চা বাগান বন্ধ হওয়ার প্রবণতা শুরু হয়েছে তার কারণ অজানা। লক্ষ্য নিয়ে প্রত্যেক বছর রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাবে চা বাগান নিয়ে প্রস্তাব ও অর্থবরাদ্দ হয়। কোন কোন রাজনৈতিক দল যা শ্রমিকদের পাট্টা নিয়ে গলা ফাটায়। কোনো দল শ্রমিক তহবিলের কথা ঘোষণা করে। আবার নির্বাচন এলে শ্রমিক কল্যাণ নিয়ে আলোচনা হয়। অথচ স্থায়ী সমাধান হয় কোথায়? তাই ফুল ফুটা বাগানে বসন্ত যেন দূর অস্ত। বাগান খোলার জন্য আবার কোন একটা নির্বাচন আসার অপেক্ষায় থাকতে হয় শ্রমিকদের। শ্রমিকদের বিকল্প কর্ম সংস্থানের সুযোগ চা বাগান এলাকায় না থাকায় আর্থিক দৈন্যদশা দিন দিন গ্রাস করেছে শ্রমিক পরিবারগুলিকে। পরিবারগুলি অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে সাক্ষরতার হার হতাশাজনক দারিদ্র্যের কারণে জনজাতি শিশুরা বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে না। জলপাইগুড়ি জেলার মাল (Mal) সাবডিভিশন, উদালবাড়ী, লাটাগুড়ি কিংবা আলিপুরদুয়ার এর কালচিনি বা দারিহাট বীরপাড়া প্রভৃতি জায়গায় সাক্ষরতার হার আশানুরূপ নয়। যদিও চা এস্টেট (TEA ESTATE) গুলিতে খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল রয়েছে এবং ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। তা সত্ত্বেও সমগ্র ডুয়ার্সের চা বাগানের চিত্র হতাশাজনক মূলত যোগাযোগের অভাব, হিন্দি মিডিয়াম স্কুল না থাকা, বাংলা মিডিয়াম স্কুলের দ্বারা পঠন পাঠন চা বলয়ে শিক্ষার অনগ্রসতার অন্যতম কারণ। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ডুয়ার্স এলাকায় প্রাথমিক স্তরের স্বাক্ষরতার হার ৬০% , মাত্র ৫% চা শ্রমিক পরিবার তথা আদিবাসী মানুষজন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। বস্তুত চা বাগানগুলিতে সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার না হওয়ার পিছনে বাগান মালিকরা অনেকাংশে দায়ী। চা শ্রমিকদের পরিবারের কর্মরত মহিলাদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার হতাশাজনক। মহিলা চা শ্রমিকেরা কর্মে নিযুক্তির কারণে সন্তানদের লেখাপড়ায় যত্নশীল হতে না পারা এবং পুরুষেরা ভিন রাজ্যে কর্মরত কিংবা নেশাগ্রস্ত হওয়ায় সন্তানদের পড়াশোনায় লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় না। যদিও সরকারি উদ্যোগে ক্লেশ, হোস্টেল, বৃত্তি শিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষার উদ্দেশ্য খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে্রর। সেখানে চা শ্রমিক পরিবারগুলি স্বল্প খরচে পড়াশোনার সুযোগ পেতে পারে এবং ট্রেনিং শেষে কর্মস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে কিন্তু সীমাহীন দারিদ্র্য যা শ্রমিকদের জীবনে শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে দেয় না।

উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, সেই ব্রিটিশ আমল থেকে জনস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি দুই দিকে তারা অবহেলিত। উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে তারা বঞ্চিত। অধিকাংশ রোগের চিকিৎসা স্থানীয়ভাবে পূজা কিংবা হাতুরে ডাক্তার এর নির্ভরশীল হয়ে ভুল

চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুরহার চা বাগানগুলিতে স্বাভাবিক ঘটনা। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের ঢেকলা পাড়া চা বাগানের ঘটনা খবরের শিরোনামে উঠে আসে। চা শ্রমিক সুশীল ওরাঁও এর কয়েক ঘন্টার জ্বরে মৃত্যু হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য অ্যাম্বুলেন্স চেয়ে হাসপাতালে ফোন ও করা হয়। কিন্তু গাড়ি এলনা। মৃত সুশীল ওরাঁও এর পরিবার থেকে দাবী করা হয়, হাসপাতাল থেকে বলা হয়েছিল এম্বুলেন্স খারাপ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সরকারি এম্বুলেন্স আসবেনা জানার পর জ্বর কমার অপেক্ষা। ঘন্টা দুয়েকের পর সবই যেন চিরস্থায়ী হিমশীতল হয়ে গেল। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, কাজের সময়ে মহিলা শ্রমিকদের শিশুদের রাখার জন্য ১১৩ টি 'ক্রেগ', ৪৩ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চা বাগানে গড়ে উঠা নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্র আংশিক সময়ের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী দেবে রাজ্য সরকার। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় চা শ্রমিকরা যেখানে কোনদিন ঢেকি শাক, কচু শাক আহার হিসেবে গ্রহণ করে সেখানে সর্বাঙ্গে প্রয়োজন পরিবারগুলোর অন্য সংস্থানের পথ সুনিশ্চিত করা। চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এবং রেশনিং ব্যবস্থা উন্নত না হলে চা শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান কখনোই সম্ভব নয়।

ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে, পরিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, উন্নত পয়ঃপ্রণালী না থাকা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। চা বাগানগুলির স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিকাঠামোর উন্নত না হওয়ায় জনজাতি চা শ্রমিকরা স্বাস্থ্যপরিসেবা থেকে বঞ্চিত। সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রতি ১০,০০০ জন্ম হওয়া নেওয়া সদ্যজাত মেয়েদের মধ্যে মৃত প্রায় ১২% এর কাছাকাছি। সরকারি হাসপাতালে প্রসব হওয়া সদ্যজাত শিশুর সংখ্যা ৪০%। এছাড়াও কলেরা, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগ চা বাগানগুলিতে মারাত্মক আকার ধারণ করে। ডুয়ার্সে চা বাগানগুলিতে মাত্র ১২ শতাংশ চা বাগানে স্বাস্থ্য পরিষেবা অর্থাৎ নিয়মিত আবাসিক ডাক্তার, নার্স, ঔষধপত্র ঠিকমতো পাওয়া যায়। 1951 সালে plantation act অনুযায়ী বাগান কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করেবে চা শ্রমিকদের জন্য। কিছু কিছু চা বাগানে স্বাস্থ্য পরিষেবা বজায় থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারি সাহায্যের অপ্রতুলতা এবং বাগান মালিকদের উদাসীনতায় স্বাস্থ্য পরিষেবা অবহেলিত। চা বলয় অধ্যুষিত আলিপুরদুয়ার জেলায় সংসদ জন বর্লো শ্রমিকদের হাজারো সমস্যা নিয়ে সংসদে সরব হন। মাল বাজারে গত ১১ সেপ্টেম্বর চা শ্রমিক সংগঠনের সম্মেলনে চা শ্রমিকদের সমস্যার সমাধানের জন্য সরব হন। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কিছু রাজনৈতিক দলের প্রতিশ্রুতি কিংবা সরকারি পদক্ষেপ চা শ্রমিকদের আশ্বস্ত করতে পারিনি। তাই আজও ঢোকলা পাড়া বন্ধ চা বাগানের শ্রমিক সুশীল ওরাঁও দের অ্যাম্বুলেন্স ডাকার মত টাকা থাকে না। অসুস্থ অবস্থায় কার্যত বাড়িতে পড়ে থেকে মৃত্যু হয় ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে এইরকম চিত্র স্বাভাবিক ঘটনা।

ডুয়ার্সের বাগানগুলিতে কর্মরত চা শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে বুঝা যায় দরিদ্র এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তারা বসবাস করছেন। চা শ্রমিকদের অধিকাংশ অ্যালকোহলে আসক্ত। সারাদিন কাজের পর সন্ধ্য নামলেই বাগান মহল্লায় 'হাড়িয়া'র আসর বসে। তাদের অর্থনৈতিক দৈন্য দশার জন্য অ্যালকোহল আসক্তি অনেকাংশে দায়ী। দৈনন্দিন বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তাদের কাছে সেগুলি অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, উন্নত, বাসস্থান প্রভৃতির অভাব রয়েছে। কোনো কোনো চা শ্রমিক পরিবারে সদস্য সংখ্যা ৫-৭ জন। কিন্তু তারা একটি থেকে দুটি ছোট ঘরে বসবাস করছে, সমীক্ষায় দেখা গেছে চা কলোনিগুলোতে মাত্র ১৫.৭২% পরিবারগুলিতে শৌচাগার রয়েছে। ৩০% পরিবার নলকূপ থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে। ফলস্বরূপ চা শ্রমিক পরিবারগুলি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। সেই সঙ্গে ডুয়ার্সের চা বাগান সংলগ্ন এলাকাগুলিতে জঙ্গল থাকায় বন্যপ্রাণী ও মানুষের সংঘাত প্রায়ই ঘটে থাকে। নগরায়ণ,

হোমস্টে, রাস্তানির্মাণ প্রবৃতি কারণে জঙ্গল ক্রমশ অগভীর ও ছোট হয়ে আসছে। ফলে বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। চা বাগানগুলিতে চিতা বাঘের আক্রমণে চা শ্রমিকদের আহত হওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। এর সঙ্গে হাতির আক্রমণে ফসল, ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও কোন কোন সময়ে চা বাগানগুলিতে ঘটেছে।

উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে মানব পাচার এর ঘটনা প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যায়। দরিদ্রের সুযোগে একশ্রেণির দালাল চক্র চা বাগানগুলিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। হতদরিদ্র চা শ্রমিক পরিবারগুলি টাকার লোভে মুম্বাই, দিল্লি, হারিয়ানা প্রভৃতি জায়গায় তারা চলে যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে তাদের কম মজুরি কিংবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অত্যধিক শারিরিক পরিশ্রম কিংবা অসম্মানজনক কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। চা বলয়ে দরিদ্র পরিবারগুলি উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি থেকে আসা অপরিচিত যুবকদের সঙ্গে মেয়েদের বিবাহ দিচ্ছে। পরে সদ্য বিবাহিত মেয়েটিকে দালালচক্র, মুম্বাই, দিল্লিতে কোন অজানা জায়গায় বিক্রি করে দিচ্ছে। ডুয়ার্স তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গ মানব পাচারের করিডোর হয়ে উঠেছে। চা বাগানে মানব পাচার সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিই, সুনীতা নার্জিনারী নামে ১৮ বছরের মেয়ে সে যখন দেখে তার বন্ধু দামি মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে, তখন সে তার বৃদ্ধ বিধবা মাকে ফোনটি কিনে দিতে বলে। কিন্তু দরিদ্রসীমার নিচে থাকা পরিবার পক্ষে তা সম্ভব না হওয়ায় বাগানের এক যুবকের সাহায্যে প্রচুর টাকার রোজগারের আশায় দিল্লি যায়। শেষ তথ্য অনুযায়ী মেয়েটির মা স্থানীয় থানায় এফ.আই.আর করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মেয়েটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এইরকম বিভিন্ন ঘটনা দরিদ্রের সুযোগ নিয়ে একশ্রেণির দালালচক্র চা শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণা করেই চলেছে। এই সমস্যার সমাধানে বাগানগুলিতে বিভিন্ন NGO প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু ডুয়ার্স হতে দিল্লি, মুম্বাই গামী ট্রেনগুলিতে নজরদারির অভাব এবং স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতা না থাকায় মানবপাচারের মতো কার্যকলাপ চা বাগানগুলিতে ঘটে চলেছে।

ডুয়ার্সের চা বাগানগুলির উৎপাদনের সঙ্গে শ্রমিকদের জীবনযাত্রা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। একদিকে যেমন বৃষ্টিহীনতা ও সেইসঙ্গে রোগ পোকার আক্রমণে উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়ার বড় কারণ। আবহাওয়ার খাম খেয়ালিপনার পাশাপাশি শীতকালে হেলপেলটিস, গ্রীনফ্লাই, রেডস্লাইডার, রেডস্লাগ, থ্রিপসের মত নানা রোগ পোকার আক্রমণে চা এর উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। তাছাড়া প্রায় বছর-ভর ধরে চলা লুপারের হামলার কারণে ডুয়ার্সের চা শিল্পে ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। ডুয়ার্সের চা পাতা বাঁচাতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এইজন্য জলপাইগুড়ি জেলায় চারটি আবহাওয়া স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। আবহাওয়া কেন্দ্র থাকবে 'ট্র্যাপ' ক্যামেরা। যে ক্যামেরা এই বাগানে কি ধরনের কীটপতঙ্গ ওড়াউড়ি করছে সেসবের ছবি তুলবে এগুলি দেখে সতর্ক হতে পারবে চা গাছের যত্নকারীরা। সেইসঙ্গে চা বাগানের মাটিতে লাগনো থাকবে আধুনিক 'সেন্সর' কোন আবহাওয়ায় কোন ঔষধ কতটা চা বাগানে প্রয়োগ করতে হবে সে কথার প্রযুক্তির মাধ্যমে জানা যাবে। আপাতত জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে আবহাওয়া কেন্দ্রগুলি নির্মাণ করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি লাগোয়া এলাকায় ১০ হাজার ছোট বাগানকে তথ্য দেবে। ডুয়ার্স টি অ্যাসোসিয়েশন এর কথায়, এবার প্রযুক্তি নির্ভর চাষে চা পাতার গুণমান অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। উত্তরের চা বাগান এটি মডেল হতে চলেছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি জেলার চা বাগানগুলিতে প্রযুক্তির ফলে চা শ্রমিকদের কর্মস্থানে আরও সুনিশ্চিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ডুয়ার্সের চায়ের পৃথক পরিচিতির জন্য সম্প্রতি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সদ্য অনুষ্ঠিত জি-20 সম্মেলনে ভারতীয় চায়ের একটি প্রদর্শনী, ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হতে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সমতলের কোলে পাহাড় ঘেষা ডুয়ার্সের চা শিল্পকে নতুন একটি প্রতীক (লোগো) তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। দার্জিলিং কিংবা অসম চা এর নিজস্ব পরিচিতি বা প্রতীক থাকলেও ডুয়ার্স চায়ের সে অর্থে নিজস্ব পরিচিতি নেই। চা বিপণণের জন্য নিজস্ব পরিচিতি খুবই প্রয়োজন। সেই উদ্যোগ টি বোর্ডের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। যাই হোক চা শিল্প এবং চা শ্রমিকদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি টি বোর্ড কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের কাছে চা শিল্পের উন্নয়নে পাঁচ বছরে একগুচ্ছ কর্মসূচির জন্য, ২০০০ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্যতার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডুয়ার্সের চা বাগানদের জন্য একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উত্তরবঙ্গ, জলপাইগুড়ি বানারহাটে মুখ্যমন্ত্রী ছটি (6) চা বাগান অধিগ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন এবং তিন হাজার চা শ্রমিকদের পাট্টা দেন। আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারায় সুভাষিনী চা বাগানের ময়দান থেকে জেলার ১১০০ জন শ্রমিকের জন্যে চা সুন্দরীর ঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্ধোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি উদ্যোগ ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলায় কালচিনি ব্লকের তোসা চা বাগান, মাদারিহাট, (Madarihut) বীরপাড়া, ব্লকের লঙ্কাপাড়া, ঢেকলাপাড়া, সুজনাই ও রহিমপুর এ পাঁচটি রুগ্ন চা বাগান রাজ্য সরকারের চা সুন্দরী প্রকল্পের অন্তর্গত ঘর তৈরি হয়েছে। চা সুন্দরী প্রকল্পের অন্তর্গত ঘরগুলিতে জল, শৌচগার রয়েছে এবং আবাসনগুলি নির্মাণ করতে সরকারি ব্যয় হয়েছে পাঁচ লক্ষ টাকা।

উত্তরবঙ্গে অবস্থিত ডুয়ার্সের চা বাগানে কর্মরত চা শ্রমিকদের আর্থ সামাজিক অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেকাংশ আলাদা অবহেলিত শোষিত প্রান্তিক স্তরের মানুষজন আধুনিক সমস্ত প্রচার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যদিও চা বাগানগুলিতে খ্রিস্টান সংস্থাগুলি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন NGO গুলি সংশ্লিষ্ট এলাকায় আর্থসামাজিক উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করেছে, এই সমস্ত মিশনারি সংস্থা ও NGOগুলি চা বাগানে হাসপাতাল, শিক্ষাকেন্দ্র, গর্ভবতী মায়েদের জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের জীবন যাত্রার পরিবর্তনে সক্ষম হচ্ছে। বস্তুত দার্জিলিং থেকে ডুয়ার্স এর চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনযাত্রা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, চা শ্রমিকেরা কতটা নিপীড়িত ও শোষিত। সরকারি সাহায্যের অপ্রতুলতা বন্ধ বাগানের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, কর্মস্থানের অভাব সর্বজনীন শিক্ষার অভাব ও বাগান মালিকদের উদাসীনতা চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের দুর্দশার জন্য দায়ী। উত্তরবঙ্গে চা শ্রমিকদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপর জোর দিতে হবে। ধর্মঘট, কর্মবিরত প্রভৃতি কর্মসূচি বাতিল করতে হবে সর্বোপরি জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজন বিশেষ করে শিশুরা যাতে স্কুলে যেতে পারে, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করতে পারে সেদিকে প্রশাসনের নজর দেওয়া কর্তব্য।

যাইহোক উত্তরবঙ্গে অবস্থিত ডুয়ার্স ভ্রমণ পিপাসু মানুষজনের কাছে অন্যতম চেনা গন্তব্যস্থল হলেও এখানকার জনজাতি মানুষ কতটা অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করেছে তা অনেকের কাছে অজানা। সরকারি উদ্যোগে এই সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গে বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণ করে কিভাবে বিকল্প জীবিকার সন্ধান পাওয়া যায় তা ভাবতে হবে। সেইসঙ্গে আদিবাসী মানুষজন যারা ডুয়ার্সের দীর্ঘদিন বসবাস করেছেন তাদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা সরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়িত

করতে হবে। তা না হলে এই সমস্ত প্রান্তিক স্তরের মানুষজনের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন কোনদিন সম্ভব হবে না।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র:

1) দে, কৃষ্ণেন্দু, কোচবিহার পরিক্রমা, কোচবিহার গ্রন্থ প্রকাশনা প্রস্তুতি সমিতি ১৯৮৪।
2) দেবনাথ, এ.ম (২০১৪) উত্তরবঙ্গের প্রান্তভূমির জনজাতি: ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। কলকাতা।
3) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ই জানুয়ারি ২০২৩, শিলিগুড়ি।
4) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা জানুয়ারি ২০২৪, কলকাতা।
5) উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৬ই মার্চ ২০২৩, শিলিগুড়ি।
6) শ্রম অধিকর্তা দপ্তর, জলপাইগুড়ি।
7) রাজবংশী ভাষা একাডেমী, কোচবিহার।